দৈনিক সংবাদ

NOV. 19 2002

ল্যাবরেটরি স্কুল শিক্ষক স্বপন গোস্বামী হত্যা মামলার মূল আসামি গ্রেফতারকৃত জিল্লু।

স্কুলশিক্ষক স্বপন গোস্বামী হত্যা মামলার মূল আসামি জিল্লু গ্রেফতার

❑ গুলি করে হত্যার কথা স্বীকার

❑ শান্তনু ও আপন ছিল পরিকল্পনাকারী

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ ধানমণ্ডি গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি স্কুলের শিক্ষক স্বপন গোস্বামী হত্যা মামলার মূল আসামি জিল্লুকে (২০) ডিবি পুলিশ গ্রেফতার করেছে। রোববার সন্ধ্যায় নগরীর সোনারগাঁও রোডে ইস্টার্ন প্লাজার ৯ম তলা থেকে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেন। গ্রেফতারকৃত জিল্লু শিক্ষক স্বপন গোস্বামী হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার কথা পুলিশের কাছে স্বীকার করেছে। সোমবার পুলিশ ৭ দিনের রিমান্ড চেয়ে তাকে আদালতে পাঠিয়েছে। আদালত ৩

জিল্লু ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৬

জিল্লু ঃ গ্রেফতার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন।

পুলিশ জানায়, গ্রেফতারকৃত জিল্লু শিক্ষক স্বপন গোস্বামী হত্যা মামলাসহ ৩টি হত্যা মামলার আসামি। গ্রেফতার হওয়ার পর ডিবি অফিসে জিজ্ঞাসাবাদে শিক্ষক স্বপন গোস্বামীকে গুলি করে হত্যার কথা স্বীকার করে সে। জিজ্ঞাসাবাদে সে জানায়, একই সঙ্গে সহযোগী বিপ্লব স্বপন গোস্বামীকে গুলি করে। এ হত্যা মামলায় ইতোপূর্বে গ্রেফতারকৃত ল্যাবরেটরি স্কুলের ছাত্র শান্তনুর বাবার লাইসেন্সকৃত রিভলবার হত্যাকাণ্ডের সময় তার হাতে ছিল বলে সে পুলিশকে জানায়।

উল্লেখ্য, ২৬শে অক্টোবর সকালে ধানমণ্ডির ভূতের গলিতে শিক্ষক স্বপন গোস্বামী কর্মস্থলে যাওয়ার পথে খুন হন। স্বপন গোস্বামী হত্যা মামলায় ডিবি পুলিশ হত্যার মূল পরিকল্পনাকারী ল্যাবরেটরি স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র সাকির রহমান শান্তনু ও তানভীর শরীফ আপনকে গ্রেফতার করে। শান্তনু ও আপন আদালতে দেয়া জবানবন্দিতে শিক্ষক স্বপন গোস্বামী হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে। গ্রেফতারকৃত জিল্লু পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে জানায়, শান্তনু ও আপনের পরিকল্পনা অনুযায়ী ১ লাখ টাকার চুক্তিতে সে ও বিপ্লব শিক্ষক স্বপন গোস্বামীকে গুলি করে। হত্যাকাণ্ডের বিনিময়ে ১ লাখ টাকা সে শেষ পর্যন্ত পায়নি কারণ শান্তনু ও আপনকে পুলিশ গ্রেফতার করে। জিল্লু জানায়, হত্যাকাণ্ডের দিনই সে ঢাকার বাইরে চলে যায়। সপ্তাহখানেক পরে আবার ঢাকায় ফিরে আসে। ঢাকায় সে আত্মগোপন করেছিল।

এদিকে, হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত শান্তনুর বাবা ভারিপ অধিদপ্তরের সহকারী সচিব মশিউর রহমানের লাইসেন্সকৃত রিভলভার উদ্ধারের জন্য জিল্লুকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।